পাক্ষিক

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ ঃ ১৭ শ সংখ্যা

৩১ শে পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮০ ইং ২৬শে সফর ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক . চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ঃ অন্যান্য দেশ ঃ [illegible] পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮০ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সূরা-আল কাফেরুন'	মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : 'হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী ও ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* জুমার খোৎবা : "বয়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য"	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ)	মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১১
* সংবাদ : * ৮৭তম বিশ্ব-সালানা জলসা অনুষ্ঠিত	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫

"এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না, ইহা সেই বিষয় যাহার ভিত্তি ঐকান্তিকরূপে সত্যের সমর্থন ও ইসলামের কল্যাণকে গৌরবান্বিত করার এবং উহার বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। যথাসম্ভব সকল বন্ধুরই সালানা জলসায় যোগদান করা উচিত।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৭তম সালানা জলসা

তারিখ : ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং

রোজ : শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্।

জলসার সর্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

৩১শে পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮০ইং : ১৫ই মুলাহ্ ১৩৫৯ হিজরী শামসী

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।) –মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এ প্রসংগেও জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (আঃ) আলেমবৃন্দের কোন কোন ভুল ত্রুটির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা সংখ্যাধিক্যে স্ফীত হইয়া জনগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছেন যে জামাতে আহমদদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আলেমবৃন্দ ও মুসলমানদিগকে গালাগালি করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি কেবল ঐ সমস্ত আলেম ও মুসলমানের স্বভাব ও স্বরূপ উদঘাটিত করিয়াছেন যাহারা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে চরম অন্যায় ও অত্যাচারমুলকভাবে অপবাদ ও কুৎসা রটাইয়াছেন এবং অকথ্য গালি ও কটূক্তি স্তূপীকৃত করিয়াছেন অথচ তিনি কেবল আসল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। আসল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া অবশ্য তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা প্রকৃত পক্ষে আরবী বাগধারা অনুযায়ী রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা উম্মতের অন্যান্য বুজুর্গগণও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কতক ফেসাদ সৃষ্টিকারী মৌলভী মুর্খ জনগণকে ক্রোধান্ধ করার জন্য সেই শব্দগুলির ভুল অনুবাদ করিয়া লোকের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে যাহা শুনিতেই জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা ইসলামী পুস্তকাদি ও মুসলমান বুজুর্গগণের রচনাবলীর সঙ্গে সংস্পর্শ রাখেন এবং যাহারা আরবী জানেন তাহারা খুব বুঝেন যে এই শব্দগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কেবল স্বভাব-প্রকৃতিকে সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রপচারস্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(গ) এই আয়াত সম্বন্ধে তফসীরকারদের মধ্যে উদ্ভূত মতভেদ রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক মুফাসসের যাহাদের মধ্যে আল্লামা কার্তাবী এবং অন্যান্য অনেক মুফাসসের শামিল আছেন বলিয়াছেন যে কেহ কেহ—"কুল ইয়া আইউহাল কাফেরূন"—এর ব্যাখ্যা করিয়াছে "কুলিল্লাযিনা কাফারূ"—'যে তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে।' কিন্তু এই ব্যাখ্যা ভুল হইবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি দোষারোপ ও সুরাটির মযমুনকে দুর্বল করার কারণ হইবে এবং তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যকে নাকিস করা হইবে যদি বলা হয় যে আল্লাহ্‌র নবী মুশরেকদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া অপমান জনকভাবে সম্বোধন করতঃ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যাহা কোন বুদ্ধিমান ও ভদ্র মানুষ করিতে পসন্দ করে না। আল্লামা কার্তবী ও তাঁহার মতালম্বী অন্যান্য তফসীরকারগণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে—"কুললিল্লাযিনা কাফারূ" শব্দগুলির মর্ম এই যে যদি এই আদেশে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি কোন একটি মানুষকেও সংবাদ পৌছাইয়া দেয় অথবা কোন মজলিসে সে বক্তৃতা দিয়া দেয় তাহা হইলে এই আদেশ পালন হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু "কুল ইয়া আইউহাল কাফেরূন"—শব্দগুলির মর্ম এই প্রকাশ পায় না যে তাহাদিগকে সম্মুখে বসাইয়া বলিতে হইবে যে হে কাফেরগণ! তোমরা এমন—তোমরা তেমন।

কির্‌আতের প্রশ্ন নিয়া আমার দৃষ্টিতে কোন তর্কই হইতে পায়ে না, যে কুরআনে "কুলিল্লাযিনা কাফারূ" আসিয়াছে, না "কুল ইয়া আইউহাল কাফেরূন" আসিয়াছে। কারণ আমার জানা মতে ঐরূপ কোন কির্‌আত নাই; কিরআতের কিতাবাদির মধ্যেও ঐরূপ কোন কির্‌আত আমি দেখি নাই। অতএব যে ব্যক্তি "কুলিল্লাযিনা কাফারূ বলে সেও অসলে "কুল ইয়া আইউহাল কাফেরূন"-এর অর্থের মাধ্যমেই এক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে "কুল ইয়া আইউহাল কাফেরূন"-এর অর্থএ তটুই যে তুমি কাফেরদিগকে বলিয়া দাও। এই অর্থ নহে যে তাহাদিগকে ডাকিয় আনিয়া অপমানিত কর এবং তাহাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার কর। যাহারা "কুলইয়া আইউহাল কাফেরূন" শব্দগুলির উপর জোর দিয়াছে তাহাদের মর্ম এই যে "আইহা" সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং এই শব্দগুলির মধ্যে এই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে যে কাফেরদিগকে সতর্ক করিয়া কথাটি ভালরূপে বুঝাইয়া দাও এবং তাহাদের নির্বুদ্ধিতা তাহাদের উপর পরিষ্কার করিয়া দাও।

আমার দৃষ্টিতে উক্ত তর্ক কেবল একটি শাব্দিক তর্ক মাত্র, যাহার মধ্যে কোন তত্ত্ব নিহত নাই। কারণ, বিষয়বস্তু তো পরে ব্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতে জোর দেওয়া হইয়াছে এবং সতর্কও করা হইয়াছে। এই মযমূনটি কাফেরদিগকে কাহারও মাধ্যমে পৌছানো হউক বা ডাকিয়া আনিয়া পৌছানো হউক, মর্ম অবশ্যই তাহাদের নিকট পৌছিয়া যায়। এবারতের মধ্যে যে জোর দেওয়া হইয়াছে উহাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নাই; কারণ যাহাকে এই পয়গাম পৌছানো হইবে যে তোমরা যাহার এবাদত কর আমি তাহার এবাদত করিনা এবং আমি যাহার এবাদত করি তোমরা তাহার এবাদত কর না, ইহা সম্ভবও নহে, ইহা অপেক্ষা সার্বিক তিরস্কার করার আর কি কোন উপায় বাকি থাকে?

স্মরণ রাখা উচিত যে "ইয়া আইহা" শব্দগুলি সর্বদাই জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহের কিছু নাই। কিন্তু কাহাকেও ধিক্কার ও তিরস্কার করার অর্থ "আইউহা" শব্দ সমূহেও নাই এবং "আল্লাযিনা কাফারু" শব্দগুলির মধ্যেও নাই। ধিক্কার, তিরস্কার ও অপমান তো আসলে প্রত্যেক মানুষের তাহার নিজের কর্ম বিশেষ, আমাদের বলাতে কাহারো কোন ক্ষতি হইতে পারে না। যখন কাফেরদের ক্রিয়া-কর্মের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইলএবং যখন দিজের বিশ্বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল, তখন নিজের গুণ ও তাহাদের জেদ এবং একগুয়েমীর উল্লেখ আপনা আপনি হইয়া গেল।

এই সকল তফসীরকারগণ চিন্তা করেন নাই যে তাহারা নিজেরাও এই মযমুনকে সীমা বদ্ধ করিয়া দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন যখন তাহারা মযমুনটি মক্কার কয়েকজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেন। ইহাতে এমন কোন মযমুন বর্ণিত হইয়াছে যাহার ফলে বলা যাইতে পারে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ করিতে পারে না? এই সুরাতে তো কেবল ইহাই বলা হইয়াছে যে তোমরা সেই খোদার এবাদত কর না যাহার আমি এবাদত করি। এই দাবী ও বিবরণের মধ্যে এমন কোন দলিল বর্ণিত হইয়াছে যদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ করিতে পারে? প্রথমে এই সুরার এমন মযমুন দেখাইয়া দেওয়া উচিত যাহা এমন বিষয়াবলীকে চিহ্নিত করে যদ্বারা কাফেরগণের অবমাননা করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে নচেৎ খালি "আইহা" শব্দ দ্বারা করা যাইতে পারে না। এই মর্ম উদ্ধার করার পথে তাহারা নিজেই প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য যে, ইহাকে তাহারা কেবল কয়েক জন মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই হয়, 'হে কতিপয় ব্যক্তি! তোমরাও আমার কথা শুন না, আমিও তোমাদের কথা শুনি না, তোমাদের ধর্ম তোমাদের সঙ্গে এবং আমার ধর্ম আমার সঙ্গে।' ইহাতে এমন কোন্ অসঙ্গত দলিল রহিয়াছে যদ্বারা কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে? এই জন্যই আমি এই কথার উপর এত জোর দিতেছি যে সুরার মজমুন কেবল কয়েকটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এবং ইহার সেই মর্ম নহে যাহা মুফাসসেরীন গ্রহণ করিয়াছেন কারণ কেবল উক্ত অবস্থাতেই আমাদের দৃষ্টি আসল মজমুনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং ইহার ব্যাপকতা প্রতীয়মান হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

'আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কুরআন

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আক্কেল-বুদ্ধি ও মেধা, পরোপকার ও সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য

৪১৮। হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'আশয়ারি' গোত্রের এই বৈশিষ্ট্য বড় প্রশংসনীয় যে, যুদ্ধে তাহাদের অনটন ঘটিলে বা মদিনায় তাহাদের পরিজনের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাহারা তাহাদের সমগ্র খাদ্যভাণ্ডার এক স্থানে জমা করে এবং এক পাত্র দিয়া মাপিয়া পরস্পর সমভাবে বন্টন করিয়া নেয়। প্রকৃতপক্ষে, এহেন ব্যক্তিগণই আমার এবং আমি তাহাদের।" ['মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল, ২:২৫২পৃ:]

ইখলাস (আন্তরিকতা), সদিচ্ছা ও শুভ কামনা এবং পুণ্য কর্মে পরস্পর সহযোগিতা

৪১৯। হযরত তামিম বিন আওস আল-দারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) ফরমাইয়াছেন : "দ্বীন' (ধর্ম) সর্বতঃ সদিচ্ছা, শুভকামনা এবং আন্তরিকতার নামান্তর।" আমরা বলিলাম : 'কাহার জন্য শুভেচ্ছা?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আল্লাহ্তালার, তাঁহার রসুলের, মুসলমান ও তাহাদের ইমামগণের এবং মুসলমানদের জনসাধারণেরজন্য শুভ কামনা ও তাঁহাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা।" ['মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান ; ১:৩৪ পৃ:]

৪২০। হযরত আনাস বিন্ মালিক রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তিনটি বিষয়ে মুসলমান 'খিয়ানত' (অসততা) করে না। এক আল্লাহতায়ালার জন্য 'ইখলাস (আন্তরিকতা)-এর বিষয়ে। দ্বিতীয়, আদেশ-নিষেধের বিষয়ে শুভ কামনা পোষণে। তৃতীয়, মুসলমান জামাত বিষয়ে।"

৪২১। হযরত সাঈদ বিন সাবেত রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা ঐ সময় পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজন পুর করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান ভাইগণের প্রয়োজন সরবরাহে চেষ্টা করে।

৪২২। আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব—সাংসারিক উদ্বেগ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিনের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও কষ্ট হইতে তাহাকে দুরে রাখিবেন। এবং যে ব্যক্তি অভাব-অনটন ও কষ্টে কোন ব্যক্তিকে আরাম পৌছায় এবং তাহার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে, আল্লাহতায়ালার 'আখেরাতে'—মৃত্যুর পরপারে তাহার জন্য সহজ ব্যবস্থা করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পর্দাপুশি করে—দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখে

আল্লাহতায়ালা আখেরাতে (ভবিষ্যৎ জীবনে) তাহার পর্দাপুশি করিবেন। আল্লাহতায়ালা সেই বান্দার সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকেন, যে তাহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে প্রস্তুত। যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বষণে বাহির হয়, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করিয়া দেন। যাহারা আল্লাহতায়ালার গৃহ সমূহের মধ্যে কোন গৃহে বসিয়া আল্লাহতায়ালার কিতাব পাঠ করে এবং উহার অধ্যয়ণ-অধ্যপনায় (—উহার দরস শোনা এবং দরস দেওয়ায়) ব্যাপৃত থাকে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রশান্তি ও সুস্থিরতা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহতায়ালার রহমত তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। তাঁহার মুকাররিবগণের (নৈকট্যপ্রাপ্ত) মধ্যে আল্লাহতায়ালা তাহাদের নিয়া আলোচনা করেন। যে ব্যক্তি কর্মে (আমলে) শিথিল থাকে, তাহার বংশ ও বৈবাহিক আত্মীয়তা তাহাকে দ্রুতগামী করিতে পারে না। অর্থাৎ, সে বংশ বলে জান্নাতে যাইতে পারে না।

['মুসলিম, 'কিতাবুয যেকের, 'বাবু ফাযলিল্ ইজতেমায়ে আলা তেলাওয়াতিল কুরআনে ওয়া আলায-যেকর, ২ঃ১৩১পৃঃ]

ধনদৌলত ও নিয়ামাতের শোকর, এবং অভাবগ্রস্ততা ও বিরুদ্বগাবস্থা

৪২৩। হযরত আমর বিন শোয়াইব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ আল্লাহতায়ালা তাঁহার অনুগ্রহের ও তাঁহার দানের পরিচয় বান্দার মধ্যে দর্শন করিতে পছন্দ করেন ।" অর্থাৎ, খোশ-হালকে প্রকাশ করা এবং সামর্থানুযায়ী ভাল কাপড় ও বসবাসের উত্তম ব্যবস্থা আল্লাতায়ালা পছন্দ করেন। শর্ত হইল গর্ব ও অপব্যয়ের কোনো দিক যেন না থাকে।

['তিরমিযিঃ কিতাবুল আদবঃ 'বাবু আন্নাল্লাহা ইউহিব্বু আঁই-ইরা আসরা নিয়মাতিহি আলা আবদিহি, ২ঃ১০৫পৃঃ]

৪২৪। হযরত আবু হুরাইয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের চাইতে যাহার অবস্থা ন্যুন, তাহার দিকে দেখ কিন্তু ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাইবে না যে তোমার চাইতে ভাল অবস্থাপন্ন। ইহা তোমার প্রতি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ। ইহাকে তুচ্ছ ভাবিবে না।

['মুসলিমঃ 'কিতাবুয যুহ্দ ওয়ার রিকাকঃ ২ঃ৩৪৩পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী, আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ছিজরী চতুর্দশ শতাব্দী ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হইয়া আমার আগমনে কেন আশ্চর্যবোধ করিতেছ?
বর্তমান বসন্তসমীরণ ও পরিমণ্ডল কি সংস্কারক মসীহার আবশ্যকতারই সাক্ষ্যদান করিতেছে না?
আকাশে সত্যের আহ্বানের জন্য এক মহা উদ্দীপনা বিদ্যমান।
পবিত্র সদচেতাগণের উপর হইয়া চলিয়াছে ফিরাস্তাগণের অবতরণ।।
এদিকেই এখন ইউরোপের মুক্ত চৈতাগণের বিবেক ধাবমান হইতেছে।
সহসা মৃতদের শিরা প্রাণ চঞ্চলতায় স্পন্দিত হইতে লাগিয়াছে।।
বিজ্ঞ-প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা ত্রিত্ববাদকে বিদায় জানাইয়া চলিয়াছে।
অনন্তর তাহারা তৌহীদের উৎসের 'পরে উৎসর্গীত হইতেছে ।।
ঐ শোন অবিরাম আকাশ-ধ্বনি—'মসীহার শুভাগমন'
তেমনি শোন পৃথিবীতে কর্মবীর ইমামের পদধ্বনি।।
আকাশ নিদর্শনে বর্ষণমুখর আর পৃথিবী নির্ধারিত সমাগত সময়ের নির্দেশদানে সোচ্চার।
এই দুই সাক্ষ্য আমার উদ্দেশ্যে আত্মহারা হইয়া নারা-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে।।
হে জনগণ, এখন এ উদ্যানেই আনন্দ ও স্বস্তি বিরাজিত।
সময় আছে, শীঘ্র কদম বাড়াও, হে কণ্টকাকীর্ণ বন-বিচরণকারীগণ!
এক দীর্ঘকাল পরে এবে আসিয়াছে স্নিগ্ধ হওয়া।
খোদা জানেন, আবার কখন আসিবে এই দিন, আর বসন্তকাল।।
চতুর্দিকে ধ্বনি দেওয়া আজ আমাদের কাজ।
যাহার স্বভাব সৎ-সচ্ছ—সে পরিণামে আসিবেই।।
সেদিন অবিস্মরণীয় যখন ধর্মের সকল কর্ণধারই বলিতেন—
প্রতীক্ষিত সত্য মাহ্দী এখন শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন।।
উদ্দীপনাময় সেই আকাঙ্খা ছিল না যাহার, এমন কে-ই বা ছিল?
সেই আগমনকারীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল না যাহার, এমন কে-ই বা ছিল?
তারপর, সেই দিন যখন সমুপস্থিত—চতুর্দশ শতাব্দীর আগমন ঘটিল।
সর্বপ্রথমে দ্বীনের মশালধারীরাই অস্বীকারে মাতিয়া উঠিল।।
যদি কিনা মাথাও ঠুকো, আকাশ হইতে আর এখন কেহ আসিবে না।
জগতের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালেরও সপ্তম হাজার সমাগত।।
প্রবহমান সুমিষ্ট উৎসের কিনারে পিপাসাতুরাবস্থায় বসিয়া আছ—বড়ই আক্ষেপ!
ভারতবর্ষের ভূমে বহিয়া চলিয়াছে এই স্বর্গীয় নির্ঝরিণী।।

(উর্দু কবিতাগ্রন্থ—দুরে সমীন হইতে অনুদিত)

—মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

"অতএব ইহা আশ্চার্যের বিষয় নহে, বরং হাজার 'শুকুর' বা খোদাতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ যে খোদাতা'লা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং স্বীয় রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে এক মিনিটও বিলম্ব ঘটিতে দেন নাই। কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা নহে, বরং তিনি সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হইয়া থাক তবে শুক্‌র কর এবং কৃতজ্ঞতাভরে সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতিক্ষা করিতে করিতে তোমাদের মাননীয় পিতৃ-পুরুষগণ পরলোক গমণ করিয়াছেন এবং অগণিত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করিয়াছ। এখন ইহার যথোচিত সমদার করা বা না কর', এবং ইহা হইতে উপকার গ্রহণ করা বা না কর', তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। একথা আমি পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিব এবং ইহার ঘোষণা হইতে আমি কখনো বিরত হইতে পারি না যে আমি সেই ব্যক্তি **যাহাকে যথাসময়ে জগৎ-সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে,** যেন ধর্মকে পুনরায় নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।"

("ফাতেহ্-ইসলাম" পুস্তকের ৭-৮ পৃঃ)

সেই জ্যোতিতে (সঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

[উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)]

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে সবার মাঝারে॥

[ফারসী 'দুররে সমীন'] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমআর খুতবা

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[৩১শে মার্চ ১৯৬৭ইং, মসজিদে মুবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক বয়তুল্লাহ শরীফ পুণঃনির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বয়তুল্লাহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার তৃতীয় উদ্দেশ্য "হুদাল্লিলি আলামীন'—(সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত স্বরূপ)—আয়তাংশে বর্ণিত হইয়াছে। আপনারা এ বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখিবেন যে, উল্লিখিত আয়াতগুলির শুরুতে বলা হইয়াছিল "ওয়েযা লিন্নাস" অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্বের সকল যুগের সকল মানবজাতির উদ্দেশ্যে আমরা এই গৃহটি নির্মাণ করিতেছি। সমগ্র জাতিবর্গের সহিত ইহার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে উহা আল্লাহ্তায়ালা এ সকল আয়াতে পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, এ ঘর তামির করার প্রেক্ষিতে তৃতীয় উদ্দেশ্য এই নিহত রহিয়াছে যে, 'হুদাললিল আলামীন"—ইহা যেন সারা জাহানের জন্য হেদায়তের কারণ হয়। "হেদায়ত" শব্দের মধ্যেও 'আলামীন'-এর প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। কেননা বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্মতত্ব—যেগুলিতে সকল শ্রেণীর মানুষ সামষ্টিকভাবে অংসীদার—সেগুলিকেই 'হেদায়ত' বলা হয়। এ সব ব্যতীত রুহানী জ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে না। কেননা বুদ্ধিশুন্য ব্যক্তি উন্মাদ হয়। এরূপ ব্যক্তিকে (ইসলামী পরিভাষায়) 'মরফুউল-কলম' (যাহার আমলনামা ফিরেশতারা লিখেন না) বলা হয়, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রয়োগ হয় না। মোটকথা, জ্ঞান-বুদ্ধি শরীয়তের ভিত্তি স্বরূপ, এবং 'হেদায়ত' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থাবলীরও উহাই বুনিয়াদ। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা এখানে বলিয়াছেন, আমরা এই গৃহের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিব যে, বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও জ্ঞান-তত্বের (আহরণের) দিক দিয়া অভিন্ন স্বভাবজ ক্ষমতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন; এই হিসাবে কোন জাতিই অন্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠতার অধিকারী নয়।

ইহা এই ইঙ্গিতও বহন করে যে প্রকৃতস্বরূপে 'হুদাল্লিল আলামীন'-এর জ্যোতির্বিকাশ জগতে যেযুগে ঘটিবে, অর্থাৎ নবী কয়ীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরে—সে সময়ে কতক গুলি জাতি দুনিয়াতে এ ধরণেরও সৃষ্টি হইবে, যাহারা বলিতে লাগিবে যে, 'আমরা অধিকতর

বুদ্ধিমান, এবং সূক্ষ্মদর্শিতা ও জ্ঞান-বিদ্যা আহরণের অধিকতর ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী ; আর কতকগুলি জাতিকে আল্লাহ্‌তায়ালা এধরণেরই সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা আমাদের শাসনাধীন থাকার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।' সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, এই পবিত্র গৃহের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করিব যে, স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্মদর্শিতা এবং মৌলিক জ্ঞানের দিক দিয়া জাতিতে জাতিতে কোন প্রভেদ করা যায় না। আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র মানব জাতিকেই তাঁহার এবাদত ও আরাধনার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য যে বুদ্ধি-বিবেক, সূক্ষ্মদর্শিতা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তাহা সকল জাতিকে সমভাবে দান করা হইয়াছে, অর্থাৎ—তাহাদের মধ্যে সমান সমান ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তো পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু কোন একটি জাতি অপর জাতির উপর শ্রেষ্ঠতার অধিকারী নয়।

দ্বিতীয় অর্থ 'হুদাল্লিল-আলামীন'-এর এই যে আল্লাহ্‌তায়ালা এই বয়তুল্লাহর মোকামে কুরআন করীম অবতীর্ণ করিবেন। কেননা, ইমাম রাগিবের 'মুফরাদাত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 'হেদায়েত'-শব্দের একটি অর্থ এই যে—সেই ঐশী নির্দেশমালা, যাহার দিকে আল্লাহ্‌-তায়ালা নবীগণের মাধ্যমে ও অনন্তর কুরআন করীমের নজুলের দ্বারা মানবজাতিকে আহ্বান জানাইয়াছেন, যেন তাহারা সেদিকে ধাবিত হয়, কেননা সেগুলিই হইল হেদায়তের পথ যে সকল পথে চলিয়া তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে। অতএব, 'হেদায়েত'-এর অর্থে তো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ) এবং পূর্ববর্তী সকল নবীগণই সমভাবে অংশীদার কিন্তু 'হুদাল্লিল আলামীন'-এর মর্ম প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবীর উপর প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেননা, অবশিষ্ট সকল নবী স্ব স্ব জামানায় স্ব স্ব কওমের দিকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, এই বয়তুল্লাহ্ কুরআন করীমের নজুলের স্থান—সেখান হইতে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ইহার হেফাজত ও সংরক্ষণ করিতেছি এবং ইহার পবিত্রকরণ ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করিতেছি।

"হুদাল্লিল-আলামীন"-এর তৃতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, এই বয়তুল্লাহ এরূপ এক মোকাম, যেখানে সেই শরীয়ত অবতীর্ণ করা হইবে, যাহা মানবজাতির জন্য অনন্ত উন্নতি ও অগ্রগতির দুয়ারসমূহ সবারিত করিবে। কেননা, হেদায়েতের তৃতীয় অর্থ ইমাম রাগিবের মতে এই যে কোন ব্যক্তি যখন হেদায়েতের পথসমূহে পরিচালিত হইয়া কতকগুলি সৎ-কর্ম (আমলে সালেহ) পালন করে তখন আল্লাহতায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে অধিক-তর হেদায়াত লাভের তওফিক ও সামর্থ্য দান করেন। অতএব, প্রতিটি 'আমলে-সালেহ'-এর ফলে উন্নততর এবং আল্লাহর নিকট অপেক্ষাকৃত প্রিয় আমলে-সালেহ পালনে সে তওফিক লাভ করে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে উহা মানুষকে রুহানী উন্নতির সোপানে উর্ধতর ধাপসমূহে লইয়া যাইতে থাকিবে এবং এই উম্মতের জন্য উহার দ্বারা অফুরন্ত উন্নতির দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।

তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে বয়তুল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে, "হুদাল্লিল আলামীনে"-এর দ্বারা (ইহার চতুর্থ অর্থের দিক দিয়া) এরূপ এক উম্মতে-মুসলেমা (আত্ম-সমর্পণকারী উম্মত) সৃষ্টি করা হইবে, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার সেই সকল এনয়াম ও পুরস্কার দান করা হইবে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দান করা হয় নাই, এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত মানবজাতি ঐ প্রকারের পূর্ণ ও পরিণত সওয়াব ও আল্লাহ্‌র ফজল ও কৃপা এবং রহমত লাভ করিতে থাকিবে। কেননা, হেদায়েত-এর অর্থ ইমাম রাগিব এই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে— "আল-হেদায়াতু ফিল আখেরাতে ইলাল জান্নাতে"। যেহেতু তাঁহার মতে শুধু আখেরাতেই (মৃত্যুর পরপারেই) জান্নাত লাভ হয়, সেইহেতু তিনি "ফিল আখেরাতে" শব্দগুলি (আমার মতে) তাঁহার নিজের আকিদা অনুযায়ী সংযোজিত করিয়াছেন, অন্যথায় আভিধানিকসূত্রে ইহার অর্থ এই যে,—"আল-হেদায়াতু ইলাল জান্নাত"—অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য তাহাদের লাভ হইয়া যাইবে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআন করীমে বলিয়াছেন যে, এই জান্নাত শুধু পরকালেই নয় বরং ইহলৌকিক জীবনেও লাভ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে ইহা বলিয়াছেন যে, বায়তুল্লাহ্‌কে আমরা এজন্য স্থাপন করিতেছি এবং উহার সংরক্ষণের উপকরণ এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিতেছি এখানে এরূপ একটি উম্মতের অভ্যুত্থান ঘটিবে যে, সওয়াব ও পুরস্কার এবং খোদাতায়ালার রেজামন্দী ও সন্তোষের যে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য তাহাদের ঘটিবে সে সৌভাগ্য পূর্ববর্তী জাতি ও উম্মতদের ঘটে নাই—অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম পরিণতি—যাহা মানবীয় সৎকর্মের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভবপর—তাহা এই উম্মত তাহাদের আমল বা কর্মের দ্বারা লাভ করিবে। কেননা, যে শরীয়ত তাহাদিগকে দান করা হইয়াছে উহা সকল দিক দিয়াই পূর্ণ ও পরিণত। পূর্ববর্তীগণের শরীয়তসমূহ যেহেতু আপেক্ষিকভাবে নাকিস বা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, সেগুলির উপর যদি আমলও করা হইত তবে সে আমলের পরিণতি যুক্তির মানদণ্ডেও তাহা হইতে পারিত না যাহা সেই আমলের পরিণতি সংঘটিত হইতে পারে যাহা সার্বিকরূপে পরিণত শরীয়তের দ্বারা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে একথা বলিয়াছেন যে 'হুদাল্লিল আলামীন"—এই গৃহ হইতে যে বিশ্বজনীন শরীয়তের নির্ঝরণ উৎসরিত হইবে তদনুযায়ী আমল করিবার ফলশ্রুতিতে 'আল-জান্নাত'—এক পূর্ণ জান্নাত মানুষ লাভ করিতে পারিবে—ইহজগতেও এবং পরকালেও। সুতরাং বায়তুল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় উদ্দেশ্য (যাহা আগে যাইয়া কতক অংগ উদ্দেশ্যগুলিতে বিভক্ত হয়) তাহা হইল—"হুদাল্লিল আলামীন"। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ,
খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই নম্বর সত্যায়ন বা তসদিক ঃ

কোরআন করীম ও মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দ্বিতীয় সত্যায়ণ বা তসদিক করেছেন হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালামের কালামের।

১) বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে লিখা ছিল—"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক নবী উৎপন্ন করিব এবং তাঁহার মুখে আমার কালাম বা বাক্য দিবআর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা বলিব, তাহা তিনি তাহাদিগকে বলিবেন। আর আমার যে সকল বাক্য তিনি আমার নাম মিয়া বলিবেন, তাহাতে যে কর্ণপাত করিবে না, আমি তাহার হিসাব তাহার কাছে লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আদেশ করি নাই, আমার নামে যদি কোন নবী দুঃসাহসপুর্বক আহা বলে কিংবা অন্য দেবতাদের নামে বলে, তবে সেই নবীকে কতল করা হবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮-২১) এই ভবিষৎদ্বানীতে খবর দেওয়া হয়েছিল যে,

(ক) আগামীতে বনু-ইস্‌রাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবীকে খাড়া কয়া হবে।

(খ) তিনি মুসার সদৃশ হবেন অর্থাৎ শরীয়তওয়ালা হবেন এবং মুসার ঘটনবলির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকবে তাঁর ঘটনাবলির।

(গ) তাঁর জিহ্বার উপরে খোদাতায়াবার কালাম জারি হবে অর্থাৎ তাঁর এলহামসমূহ সব শাব্দিক হবে; এমন নয় যে, খোদাতায়ালার হুকুমকে নিজের শব্দাবলির মাধ্যমে বয়ান করবেন।

(ঘ) তিনি খোদাতালার কালামকে নির্ভয়ে লোকদের সামনে বর্ণনা করবেন এবং সমগ্র কালাম-এ-ইলাহী লোকদেরকে শোনাবেন।

(ঙ) এবং যে এলহাম শোনাবেন, তা খোদার নাম নিয়ে শোনাবেন। এবং শিরকের বা অংশীবাদিতার রদকারী হবেন।

(চ) যদি কোন ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বানীকে ঝুটা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায়, তবে সেক্ষেত্রে খোদাতায়ালার ফায়সালা এই যে, সে হালাক বা ধ্বংস হয়ে যাবে। স্মর্তব্য যে, ইংরেজী বাইবেলে এক্ষেত্রে শিক্ষা হয়েছে — He shall die— অর্থাৎ সে হালাক হয়ে যাবে। এমন নয় যে, তাকে কতল করা হবে (যেমনটি লিখা আছে উর্দু বাইবেলে)।

এই সকল ভবিষ্যদ্বানী অনুসারেই—

অ) রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনু-ইসমাঈলের মধ্য থেকে অর্থাৎ বনু-ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে জাহির হয়েছেন।

আ) তিনি (সাঃ) মুসার সাদৃশ বা মসিলে-মুসা হওয়ার দাবী করেছেন। যেমন, আল্লাহ-তায়ালা বলছেন —"ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসুলান শাহেদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফেরআউনা রাছুলা।"

অর্থ—"আমরা তোমাদের কাছে একজন নবী পাঠিয়েছি যে তোমাদের জন্যে সেই রকম সাক্ষী যেভাবে আমরা একজন রসুল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে।" তিনি মুসার মতই শরীয়ত-বাহী নবী, এবং তাঁর অবস্থাদি মুসার অবস্থাদির সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ একটি কামেল শরীয়ত তাঁকে (সাঃ) দেওয়া হয়েছিল; হযরত মুসার মতই তাঁরও সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, তাঁর (সাঃ) উম্মতেরও মধ্য থেকে মুজাদ্দিদগণ আসতে থাকবেন এবং এই ধারায় যেমন মুসা (আঃ)-এর শেষ খলিফা ছিলেন মসিহ (আঃ), তেমনিভাবে তাঁর (সাঃ) পরেও অনুরূপ একটা সময়ের পর তাঁর (সাঃ)ও একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে যাঁকে মসিহ নামেই আখ্যায়িত করা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং সাদৃশ্য মোতাবেক হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রায় ততদিন পরই সিলসিলা-এ-আহ্মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসিহ হয়ে খোদাতায়ালার তরফ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন।

(ই) তিনি (সাঃ) দাবী করেছেন যে, খোদাতায়ালার কালাম তাঁর জবানের উপর জারি হয়েছে অর্থাৎ নিজের ওহীর যে শব্দাবলি তিনি পেশ করলেন তা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে সেই সকল শব্দাবলিই যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের উপরে। অতীতের সকল নবীর কেতাবগুলি পড়ে দেখ, তার মধ্যে খোদার কালাম কম এবং বান্দার বাক্যই বেশী। ইঞ্জিলের মধ্যে তো দু'একটি কথাই মাত্র খোদার, বাকী সব মসিহের নিজের কথা কিংবা ইঞ্জিলের গল্প লেখকদের রচিত। একমাত্র কোরআন করীমই সেই কেতাব, যার 'আলিফ' থেকে 'ইয়া' পর্যন্ত আগাগোড়া খোদাতায়ালার কালাম।

আসলে, 'আমি আমার কালাম তার মুখে ঢেলে দিব'—এই কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, অতীতের নবীগণের সকল কালাম শাব্দিক ছিল না, বরং তার অধিকাংশই তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে ধারণা বা বোধির আকারে অবতীর্ণ হতো অথবা দিব্য দৃষ্টিতে দেখানো হতো, এবং পরে সেটাকে তাঁরা নিজেদের শব্দাবলির মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। পক্ষান্তরে মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই একক বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তিনি খোদাতায়ালার প্রজ্ঞাকে খোদাতায়ালার শব্দাবলিতেই বয়ান করবেন। এবং তিনি খোদাতায়ালার ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্ত নিজের মুখ দিয়ে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করবেন তা সব খোদাতায়ালারই শব্দ হবে। কাজেই বলেছেন যে, আমি নিজের কালাম তাঁর (সাঃ) মুখের মধ্যে ঢেলে দিব। অর্থাৎ অন্য সব নবীদের বেলায় তো কথা নাজেল হতো হৃদয়ের মধ্যে এবং তা মুখ পর্যন্ত আসতে আসতে নবীদের নিজস্ব কথার পরিচ্ছদে

আচ্ছাদিত হয়ে যেত। কিন্তু, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয়েও খোদাতায়ালার কালাম অবতীর্ণ হবে, এবং মুখেও হুবহু ঐ সকল শব্দ অক্ষরে অক্ষরে উচ্চারিত হবে যা খোদাতায়ালাই বলবেন। এই দিকেই ইংগিত করে কোরআন করীমের এই আয়াতে বলা হয়েছে—"ওয়ামা ইয়ানতেকু আনিল হওয়া ; ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ্ইউন ইউহা।" (আল-নজম, রুকু ১)

মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ নিজের মর্জি মোতাবেক খোদাতায়ালার ইচ্ছার উপরে শব্দের পিরহান পরাতেন না। বরং কেবল সেই শব্দনিচয়কেই, যা খোদাতায়ালা সুদৃঢ়রূপে তাঁর দিলের উপরে অবতীর্ণ করতেন—দুনিয়ার সামনে পেশ করতেন।

(ঈ) তিনি খোদাতায়ালার কালামকে নির্ভয়ে শোনাতেন এবং সমগ্র কালাম তিনি শোনায়ে গেছেন। বস্তুতঃ কোরআন করীমের অস্তিত্বই এর সাক্ষী। কঠিন বিরোধীতা করা হয়েছে তাঁর (সাঃ)। কাফেররা লোভ দেখিয়েছে তাঁকে শুধু এই জন্য যে, যদি কোনমতে ঐ সকল অংশ, যা তাদের প্রতিমাগুলোর বিরুদ্ধে ছিল, বাদ দেওয়ানো যায় কিংবা কমজোর করানো যায়। কিন্তু, তিনি (সাঃ) তাদের সামান্যতম পরওয়াও করেন নি, এবং খোদা-তায়ালার কালাম পুরোপুরিভাবে আসল চেহারায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কোরান করীমেই এর উল্লেখ আছে এইভাবে—"ফালায়াল্লাকা তারেকুন বা'যা মা ইউহা ইলাইকা ওয়া যায়েকুম বিহী সাদরুকা আন ইয়াকুলু লও লা উনজেলা আলাইহে কানযুন আও জায়া মায়াহু মালাকুন ইন্নামা আন্তা নাযীর, ওল্লাহু আলা কুল্লে শাইয়িন ওয়াকীল" (সুরা হুদ, রুকু ২)।

অর্থাৎ, তোমরা বিরুদ্ধবাদীরা এই ধারনা পোষণ কর যে, ওদের জুলুম ও সিতমে পর্যুদস্ত হয়ে তুমি ঐ সকল অহী থেকে যা তোমার উপরে অবতীর্ণ করা গেছে কিছুটা ছেড়ে দেও। তারা এও পোষণ করে যে, ওদের এসব দোষারোপের ভয়ে যেমন, কেন ওর কাছে সম্পদ রাজি নাজেল হয় না, কেনই বা ওর সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে আসে না—ইত্যাদির দরুণ ওর বুক কেঁপে যাবে এবং সে তার অহীর কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে ফেলবে। কিন্তু, তা হতে পারে না, কারণ তুমি হচ্ছ ভীতি প্রদর্শনকারী। আর স্বয়ং ভীতি প্রদর্শনকারী কী করে ঐ লোকগুলোর ভয়ে ভীত হবে যাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে? আর, আল্লাহতায়ালাই যখন সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণকারী, তখন তাঁর হুকুমের বাইরে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব কিরূপে?' রসুল করীম (সাঃ) এ বিষয়ে নিজে সাক্ষ্যদান করেছেন এবং অন্যান্যদের দ্বারাও করিয়েছেন যে, তিনি খোদাতায়ালার কালাম পুরোপুরিভাবে দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বিদায় হজ্জের সময় তাঁর উপরে কোরআনের এই অহী অবতীর্ণ হয়েছিল—"আল্ইওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম।' (আল-মায়েদা, রুকু ১) 'আজ আমি ধর্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম' তখন তিনি সকল মুসলমানের সামনে পুনরায় তাদের দৃষ্টিকে তাদের কর্তব্য সমূহের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং বলেন—

"আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগ্‌তু ?" —"হে লোক সকল! খোদাতায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি—আমি কি খোদাতায়ালার হুকুম সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার কাছে পৌছে দিয়েছি, না কি দেই নাই ?" এর উত্তরে সকল সাহাবা এক জবান হয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মা নায়াম" 'আল্লাহ্‌তায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আপনি খোদাতায়ালার পয়গাম সম্পূর্ণরূপেই পৌছায়ে দিয়েছেন।" তখন আবার তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মাশ্‌হাদ" —"হে খোদা, তুমিই এর পর সাক্ষী থেকো যে, এই সমস্ত লোকগুলিই এই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছে যে, কালামে-এলাহী প্রচারের কাজ আমি সম্পন্ন করেছি।" (সিরাত বিন হিশাম, তৃতীয় খণ্ড)

এই ভবিষ্যদ্বানীর অর্থ এও হতে পারে যে, যেহেতু প্রতিশ্রুত নবীর খাতামান্নবিয়ীন হওয়ার কথা, সেহেতু তাঁর উপর যে ধর্মীয় ওহী অবতীর্ণ হবে, তা দুনিয়ার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্যই হবে, যাতে ধর্মের কোন অংশ অপূর্ণ থেকে না যায়। এই অবস্থা পূর্বেকার নবীগণের ছিল না। তাঁদের কাছে ধর্মের অনেক রহস্য উদঘাটন করে দেওয়া হতো বটে, কিন্তু তা প্রকাশ করার অনুমতি তাঁদের দেওয়া হতো না। কেননা, তাঁদের যামানার লোকেরা তা বুঝবার ক্ষমতা রাখতো না যদিও, নবীর উন্নতপ্রাপ্ত দেমাগ-বুদ্ধি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো। সুতরাং এই কথা বলা যে 'সেই নবী, যা তার কাছে বলা হবে, তার সমস্ত কিছুই লোকদের কাছে বলবে'—এর তাৎপর্য এই যে, তাঁর যামানার মানবীয় বুদ্ধি-আকল পূর্ণতা লাভ করবে। এবং শেষ ও পূর্ণ শরীয়ত তাঁকে দান করা হবে, যার মধ্যে নিহিত থাকবে তামাম আধ্যাত্মিক রহস্যাবলি। এবং তাঁকে এই হুকুম দেওয়া হবে যে, তিনি যেন নিজের উম্মতকে সব কথাই শিখিয়ে দেন কেননা তারা তাঁর কথা শুনবার আহল বা যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। এই তাৎপর্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে ইঞ্জিলের মধ্যেও। হযরত মসিহ (আঃ) বলেছেন—

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে; কিন্তু তোমরা এখন সে সকল বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনি অর্থাৎ 'সত্যের আত্মা,' যখন আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। (যোহন-১৬ঃ১২-১৩)

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, হযরত মসিহ (আঃ) তাঁর সকল অহী লোকদেরকে শোনান নি। কেননা, সে সব খাস করে তাঁর নিজের জন্যই ছিল, তাঁর উম্মতের জন্য ছিল না। কিন্তু, তিনি খবরও দিয়ে গেছেন যে, তাঁর পরে এক 'সত্যের আত্মা' আসবেন; তিনি লোকদেরকে সকল কথা শোনাবেন। কেননা, সে সময় লোকেরা সব কথা উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা অর্জন করবে। এই কারণেও সেই 'সত্যের আত্মা' খাতামান্নাবিয়ীনের মোকামে উন্নীত হবেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ ঃ শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান

ইসলাম ও আহমদীয়াতে সত্যতার অম্লান ও ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল নিদর্শন ঃ

আহমদীয়া জামাতের ৮৭ তম আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসা

জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়া'য় অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় দুই লক্ষ আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সমাগম

তিন দিন ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয়াবলীর উপর জামাতের উলামার সারগর্ভ বক্তৃতা ব্যতীত
সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের ঈমানউদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ।

ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও সহানুভূতি, আন্তরিকতাপূর্ণ সেবা, শৃঙ্খলা এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রধান্য বিস্তারের উদ্যম ও উদ্দীপনাময় প্রাণবন্ত অনুপম দৃশ্যাবলী।

জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা আল্লাহ্‌তায়ালার স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক এলাহী জামাতের আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলন, যাহা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতি নাজেলকৃত অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও করমে ১৮৯১ ইং সন হইতে প্রতি বৎসর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি ও ঐতিহ্যপূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া এই এলাহী জামাতের সত্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর ও নিদর্শন বহন করিয়া আসিতেছে। এ বৎসরও ৮৭তম সালানা জলসা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র দারুল-হিজরত রাবওয়ায় (পশ্চিম পাঞ্জাব—পাকিস্তানে) ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং তিন দিন ব্যাপী সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সহিত বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোকের

যোগদানে মোটামুটি দুই লক্ষ লোকের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০হাজার ভিন্ন ফেরকার মুসলমানগণও ছিলেন। শুধু করাচী হইতেই ৭ শত ১০ জন গয়র আহমদী আসিয়া ছিলেন। পাকিস্তানে বিতৃত অসংখ্য জামাত ব্যতীত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রায় ৩০টি দেশ হইতে আহমদীগণ জলসায় যোগদান করেন। জর্দানের অধিবাসী আলহাজ্জ তা'হা আল-কাযাক, ডেনমার্কের আল-হাজ হ্যানসন, হীফা (ইস্রাইল) হইতে আগত হাসান মাহমুদ আওদা, জার্মানী হইতে হেদায়েতুল্লাহ হ্যাবশ চারজন আহমদী ভ্রাতাসহ, ইণ্ডোনেশিয়া হইতে ২৬ জনের প্রতিনিধিদল, সিঙ্গাপুর হইতে ৭ জন, মরিশাস হইতে ২৩ জন, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা হইতে ২১ জনের প্রতিনিধিদল, নাইজেরিয়া হইতে ৯ জন, ঘানা হইতে ৩জন, কেনাডা হইতে ১জন, ইংল্যাণ্ড হইতে ৪ জন, সিয়েরালিওন হইতে ২ জন, ইউগাণ্ডা হইতে ৪ জন, ইরান হইতে ৬জন, মালয়েশিয়া হইতে ৪ জন, সুইজারল্যাণ্ড হইতে ২ জন, হল্যাণ্ড হইতে ১ জন, ট্রিনিডাড (দক্ষিণ আমেরিকা) হইতে ১ জন, বাংলাদেশ হইতে ৯ জন এবং ভারত হইতে শতাধিক পুণ্যাত্মা এই কল্যাণময় মহতি জলসায় যোগদান করেন। আলহামদুলিল্লা। ইসলামের প্রতিশ্রুত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে আহমদীয়ার বরকত ও কল্যাণের ফলশ্রুতি হিসাবে ইসলামী আদর্শের সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনাবিল রুহানী পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত ৩ দিন ব্যাপী এই সালানা জলসায় ৬ টি অধিবেশনে যুক্তি ও তত্বপূর্ণ বক্তৃতা সমূহ শ্রবণ, বাজামাত ওক্তি নামাজ ও নামাজে তাহাজ্জুদ আদায়, সর্বক্ষণ দোওয়া ও জিকরে এলাহীতে মশগুল থাকিয়া এবং পরস্পর স্বতস্ফূর্ত আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ভ্রত্ মিলনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রধান্য বিস্তার এবং প্রতিশ্রুত 'উম্মতে ওয়াহেদা' প্রতিষ্ঠার পবিত্র প্রেরণাকে সতেজ ও তীব্রতর করিবার ও সুযোগ লাভ করেন। জলসার প্রথম অধিবেশনে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) উদ্বোধনা ভাষণ দান করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে দুইটি ঈমান উদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত হুজুর (আইঃ) মহিলাদের মধ্যেও পৃথক ব্যবস্থাধীন অনুষ্ঠিত তাহাদের জলসায় এক ঘন্টাব্যাপি বক্তৃতা দেন। উলেখযোগ্য যে, হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (ভুতপূর্ব সভাপতি, ইন্টারন্যাশনেল কোর্ট ওফ জাস্টিস ও ইউ, এন, ও, জেনারেল এস্যাম্বলী) এবং প্রফেসর ডঃ আবদুস সালামও জলসায় ভাষণ দান করেন। উল্লেখিত ভাষণসমূহের বঙ্গানুবাদ আহ্মদীর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্।

এবার কাদিয়ান ও রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জলসায় বাংলাদেশ হইতে যাহারা যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা মোহতারম আমীর সাহেব সহ সকলই আল্লাহ্তায়ালার ফজলে মঙ্গলমত ফিরিয়াছেন। আহ্মদীর গত সংখ্যায় প্রকাশিত যোগদানকারীগণের তালিকায় দুই জনের নাম বাদ পড়িয়াছিল ; তাঁহারা হইলেন—কাদিয়ানের জলসায় যোগদানকারী—ময়মনসিংহের জনাব আবুল হুসেন সাহেব (অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার) এবং রাওয়ার জলসায় যোদগানকারী—জনাব আতা এলাহী সাহেব।

সংকলন—আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গাঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আ'লাল কাফের'নাল মুফতারিয়ীন'
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors. Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor